(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)
www.shed.gov.bd

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা-২০২৭ (সংশোধিত)

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা-২০২৭ নিম্নরূপে প্রণয়ন করা হলো :

যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে : সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

২. **শিক্ষার্থীর বয়স :** জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের ১লা জানুয়ারি তারিখে ৬ বছর বা তার বেশী তবে অবশ্যই ০৭ বছরের কম হতে হবে [জন্ম তারিখ ০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২০ পর্যন্ত] শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া যাবে।

৩. **শিক্ষাবর্ষ :**

৩.১ শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
৩.২ প্রতি শ্রেণি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫৫ জন।

৪. **ভর্তি কমিটি :** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে:

৪.১ **ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি :**

১	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৪	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সরকারি মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের)	সদস্য
৬	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৮	বিদ্যালয় পরিদর্শক (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৯	ঢাকা মহানগরীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১০	সহকারী কমিশনার (সংশ্লিষ্ট), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১১	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১২	উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৪.২ **জেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :**

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য

৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য
৬	জেলা সদরের সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের নিচে নয়)	সদস্য
৭	আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য
৮	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৯	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১০	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

৪.৩ উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪	উপজেলাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৫	উপজেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫. **ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ :** শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সভা আহবান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে।

৬. **ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি :**

৬.১. ডিজিটাল লটারি: ১ম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি

৬. ১.ক. ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। ১ম শ্রেণিতে আবেদনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ০৫ টি প্রতিষ্ঠানে পছন্দক্রম দিতে পারবে। তবে ডাবল শিফট স্কুলে উভয় শিফট পছন্দ করলে ২ টি বিদ্যালয় পছন্দক্রম সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য হবে। একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক আবেদন করলে সকল আবেদন বাতিল হবে।

৬.১.খ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২. লিখিত পরীক্ষা: ২য় - ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি

৬.২.ক. ২য়-৯ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.খ **ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টন ও সময় :**

(ক) ২য়-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ১ (এক) ঘন্টা।

(খ) ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ২ (দুই) ঘন্টা।

৬.৩ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

৭. **বিদ্যালয়সমূহকে ক্লাস্টারে বিভক্তকরণ :** ২য় - ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়সমূহের অবস্থান, শিক্ষার্থীদের সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনা করে ভর্তি কমিটি বিদ্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করতে পারবে। শিক্ষার্থী প্রতি ক্লাস্টারের যে কোন ০১ টি বিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবে।

৮. **ভর্তির আবেদন ফরম :**

৮.১ আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ও আবেদনের ফি গ্রহণ এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ অনলাইনে করতে হবে।

৮.২ 'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী নির্ধারিত সফটওয়্যারে সারাদেশের ভর্তিচ্ছু সকল শিক্ষার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৮.৩ ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত সফটওয়ারের যথার্থতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান দ্বারা যাচাই করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. **শূন্য আসন নিরূপণ :** 'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী সারাদেশের সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নির্ধারিত সফটওয়্যারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি ভিত্তিক শূন্য আসনের সংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করবেন।

৯.১ ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আসন পূরণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য (ক্যাটেগরি অনুসারে) ঢাকা মহানগর কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১০. **ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি :** অনলাইনে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১১০/- (একশত দশ) টাকা এবং ২য় - ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করা যাবে। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে।

১১. **ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠান ও ফলাফল তৈরি :**

১১.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন ও ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রকাশের যাবতীয় তথ্য 'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র নিকট প্রদান করবে।

১১.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে 'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র সদস্যদের উপস্থিতিতে ১ম শ্রেণির জন্য লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১১.৩ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি'র নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিতদের তালিকা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং নোটিশ বোর্ডেও টাঙিয়ে দিবে। কোন অবস্থাতেই নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকার বাইরে কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা যাবে না।

১২. **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন :** ভর্তি কমিটি যথাসময়ে ২য় - ৯ম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্নপত্র অবশ্যই মানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে এবং এন.সি.টি.বি. এর সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যবই হতে প্রণয়ন করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৩. **পরীক্ষা গ্রহণ :** পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু আসন বিন্যাস ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কমিটি/প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনসহ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা নিতে পারবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরেজমিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবে। যথাসম্ভব সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কালো কালির কলম ব্যবহার করতে হবে।

১৪. **উত্তরপত্র সংগ্রহ ও মূল্যায়ন :**

১৪.১ ২য় - ৯ম শ্রেণির পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র রোল নম্বরের সিরিয়াল না করে শ্রেণিভিত্তিক সর্বোচ্চ ১০০টি করে বান্ডেল করতে হবে। ১০০টি করে বান্ডেল করার পর উত্তরপত্র অবশিষ্ট থাকলে তা আলাদা বান্ডেল করতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক সবগুলো বান্ডেল সিলগালা করে বিবরণীসহ মূলকেন্দ্রে দ্রুত জমা দিতে হবে।

১৪.২ **কোড নম্বর প্রদান :** কমিটি উত্তরপত্রে কোড নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোড নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। কোড নম্বর প্রদান শেষে কোড স্লিপ উত্তরপত্র থেকে আলাদা করে বিদ্যালয়, শিফট ও শ্রেণিভিত্তিক প্যাকেট করে সিলগালা করতে হবে। সিলগালাকৃত সকল কোড স্লিপ কমিটির হেফাজতে থাকবে যা শুধু ডিকোডিং এর সময় খোলা হবে।

১৪.৩ কোড নম্বর প্রদান করা শেষ হলে শ্রেণিভিত্তিক প্রতি গ্রুপ পরীক্ষকের জন্য উত্তরপত্র বান্ডেল করতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রশ্নপত্র ও সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তুত রাখতে হবে।

১৪.৪ প্রত্যেক ক্লাস্টারের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূল কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। পরীক্ষা কমিটির পরামর্শের আলোকে কেন্দ্র প্রধান এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৫ এক বিদ্যালয়/ক্লাস্টারের উত্তরপত্র অন্য বিদ্যালয়/ক্লাস্টারের শিক্ষকগণ মূল্যায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে ক্লাস্টারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষকের তালিকা কমিটি কর্তৃক পূর্বেই প্রস্তুত করতে হবে এবং পরীক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.৬ প্রতি গ্রুপ পরীক্ষককে নম্বর ফর্দ সরবরাহ করা হবে। গ্রুপের নিরীক্ষক কোড নম্বরের ভিত্তিতে কোন প্রকার উপরি লিখন বা ঘষামাজা না করে সতর্কতার সাথে নম্বর ফর্দ তৈরি করবেন এবং গ্রুপের অন্যান্য পরীক্ষক কর্তৃক যাচাইপূর্বক উত্তরপত্রসহ কমিটির নিকট জমা দিবে।

১৫. **ফলাফল তৈরি :**

১৫.১ শিক্ষার্থীদের মেধাতালিকা ও অপেক্ষমান তালিকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/ বিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে (যদি থাকে) একই সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। উক্ত তালিকা প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয়ে প্রকাশ করবেন এবং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। ভর্তি কমিটির অনুমোদন ব্যতিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বছরের অন্য সময়েও একক সিদ্ধান্তে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

১৫.২ সকল সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নপূর্বক নম্বর ইনপুট করতে হবে। এ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী

প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অনুসৃত প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১৬. কোড নম্বর প্রদান থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ করা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র কমিটি এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

১৭. **আসন সংরক্ষণ :**

১৭.১ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির মোট আসনের ১০ শতাংশ আসন স্বতন্ত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১৭.২ ঢাকা মহানগরীর সরকারি বিদ্যালয়সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি বিদ্যালয়ের আওতাধীন ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১৭.৩ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উক্ত আসনে ভর্তিপ্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রথম ৩ শতাংশ সহোদর/সহোদরা এবং বাকী ২ শতাংশ সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.৪ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় (তফসিল-ক এ বর্ণিত) কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে ১ শতাংশসহ মোট ২ শতাংশ আসন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রত্যয়ন পত্র ও ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে যে কোন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে ভগ্নাংশ হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা গণনা করতে হবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.৬ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল সহোদর/সহোদরা নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ৩% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে সহোদর/সহোদরার আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ৩% আসন যমজ ভাই/বোনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.৭ কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে অথবা যে সকল যমজ ভাই/বোন নতুন আবেদন করবে তাদের জন্য ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পতির মোট ০৩ (তিন) সন্তান পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যমজ ভাই/বোন এর আবেদন পাওয়া না গেলে উক্ত ২% আসন সহোদর/সহোদরার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উক্ত আসনে কোন শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে পূরণ করতে হবে। কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

১৭.৮ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

১৮. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এক কর্মস্থল থেকে অন্য কর্মস্থলে বদলি হলে তাদের সন্তানদের সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন:

১৮.১ ভর্তির জন্য প্রমাণকসহ ভর্তি কমিটির সভাপতি বরাবর বদলির আদেশের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

১৮.২ সকল মহানগরী/সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় শহরের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থল ১০ (দশ) কি:মি: (google map অনুযায়ী) এর অধিক হলে তাঁর সন্তান কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে।

১৮.৩ জেলা/উপজেলা/থানার ক্ষেত্রে বদলিকৃত কর্মস্থলের নিকটতম সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর সন্তান ভর্তির সুযোগ পাবে।

১৮.৪ বদলিজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির জন্য প্রতি শ্রেণি শাখায় মোট আসনের ৫% অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে।

১৮.৫ সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী অগ্রাধিকার পাবে।

১৮.৬ সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ তাঁর পূর্বতন কর্মস্থলে পুনরায় বদলি হয়ে আসলে তাঁদের সন্তানদের পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় ভর্তির সুযোগ পাবে।

১৮.৭ বিভিন্ন কোটায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কোটার স্বপক্ষে সকল কাগজপত্রের মূলকপি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক যাচাই বাছাই করে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটির আওতাধীন কোন শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণিতে উভয় বিদ্যালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে পারস্পরিক বদলি ভিত্তিক ভর্তি করা যাবে। এজন্য শিক্ষার্থী/অভিভাবক-কে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটির সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে এবং এ নীতিমালার আলোকে উক্ত কমিটি ভর্তির বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০. সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীগণের ভর্তির উপযুক্ত সন্তান সংখ্যার সমসংখ্যক অতিরিক্ত আসন স্ব স্ব বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। তবে শিক্ষক মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালিকা হলে নিকটতম সরকারি বালিকা/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। শিক্ষক মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালক হলে নিকটতম সরকারি বালক/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। একইভাবে শিক্ষক যদি সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকে তাহলে তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তানের ভর্তির জন্য কর্মরত বিদ্যালয়েই অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে কর্মরত বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত কাঙ্খিত শ্রেণি না থাকলে নিকটতম বালক/বালিকা/সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভর্তি কমিটিকে অবহিত করবেন।

২১. কোন সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সন্তান যে এলাকায় স্থায়ী হবে সে এলাকার সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২. কোন সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী যার পিতা-মাতা নেই এমন শিক্ষার্থী কোন কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত এলাকার সরকারি স্কুলে সে সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৩. সরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর পিতা/মাতার মৃত্যুজনিত কারণে বর্তমান আবাসস্থল স্থানান্তর করলে স্থানান্তরিত এলাকার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৪. **ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ :**

২৪.১. ডিজিটাল লটারিতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:

ডিজিটাল লটারিতে গৃহীত পরীক্ষার ভর্তি ফি বাবদ প্রাপ্ত মোট টাকা হতে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিমূল্য রেখে অবশিষ্ট টাকার বিভাজন প্রস্তুতের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক উপকমিটি গঠনপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪.২. লিখিত ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:

২৪.২.ক. লিখিত ভর্তি পরীক্ষার ভর্তির আবেদন ফি বাবদ বিদ্যালয় প্রাপ্ত অর্থ হতে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিমূল্য রেখে অবশিষ্ট টাকার ৫০% অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যেমন-বিজ্ঞপ্তি প্রচার, উত্তরপত্র মুদ্রণ, যাতায়াত, আসন বিন্যাস, পরীক্ষা গ্রহণ, আপ্যায়নসহ বিদ্যালয়ে ভর্তি সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মানী/পারিশ্রমিক, বিবিধ খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করবে এবং ভাউচার সংগ্রহ করবে।

২৪.২.খ. অবশিষ্ট ৫০% অর্থ ভর্তি কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। এ অর্থ থেকে কমিটির সদস্য সচিব ভর্তি সংক্রান্ত সভার খরচ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র ভেন্যুতে প্রেরণ, কোড নম্বর প্রদান, উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী ও আপ্যায়ন, ডিকোডিংসহ ফলাফল তৈরি, যাতায়াত, আপ্যায়ন, কমিটির সদস্য, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মানী/পারিশ্রমিক, বিবিধ খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করবে এবং ভাউচার সংগ্রহ করবে।

২৫. এ নীতিমালা পরবর্তীতে হালনাগাদ/পরিবর্তন/পরিমার্জন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

২৬. এ নীতিমালা প্রয়োগকালীন কোন অস্পষ্টতা/অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

২৭. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারি করা হলো।

১২/১১/১৫

সাবিনা ইয়াসমিন
উপসচিব

"তফসিল-ক"

অনুচ্ছেদ ১৭.৫ এ উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ "দপ্তর/সংস্থা" বলতে নিম্নোক্ত দপ্তর/সংস্থাকে বুঝাবে:

ক্রম	দপ্তর/অফিস/সংস্থার নাম
০১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
০২	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
০৫	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
০৬	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
০৭	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)
০৮	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
০৯	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১০	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)
১১	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১২	বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ)
১৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
১৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
১৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
১৭	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
১৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল
২০	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর
২১	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ
২২	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
২৩	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
২৪	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২৫	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
২৬	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২৭	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
২৮	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার)
২৯	বাংলাদেশ স্কাউটস

৩৭.০০.০০০০.০৭১.২২.১৪৬.২৪-৩৭৫

তারিখ : ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ / ১৩ অক্টোবর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি), মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
৪. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ অনুবিভাগ, নিরীক্ষা ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৬. চেয়ারম্যান,এন.টি.আর.সি.এ. বোরাক টাওয়ার, রেড ক্রিসেন্ট টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
১১. ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
১২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১৩. চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.মতিঝিল, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা
১৬. জেলা প্রশাসক (সকল) .....
১৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/দিনাজপুর/ ময়মনসিংহ।
১৮. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১৯. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল).....
২৩. সিস্টেম এনালিষ্ট ,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
২৪. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, পলাশী-নীলক্ষেত,ঢাকা
২৫. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পলাশী-নীলক্ষে, ঢাকা
২৬. তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৭. পরিচালক/ উপপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/ . রংপুর/ সিলেট অঞ্চল।
২৮. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....
২৯. প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা .....
৩০. অফিস কপি।

১৩/১০/২৬

সাবিনা ইয়াসমিন
উপসচিব